



رَبِّهِمَا الْحَرَامَيْنِ



بنغالي

Bahasa Beunggal

ছিয়াম

যাদের উপর রামাযানের ছিয়াম ফরয: প্রত্যেক মুসলমান, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, ছিয়াম আদায়ে সক্ষম, হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত ব্যক্তির উপর ছিয়াম আদায় করা ফরয। শিশু যদি ছিয়াম আদায়ে সক্ষম হয়, তবে শিক্ষার জন্য তাকে সে নির্দেশ দিতে হবে। নিম্ন বর্ণিত

• যে কোন একটি মাধ্যমে রামাযান মাস শুরু হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে:

- ১ রামাযানের চাঁদ দেখা। প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বস্ত মুসলিম- যদিও সে নারী হয়- তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে।
- ২ শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া।

ফজর হওয়ার পর থেকে নিয়ে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে। ফরয ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে।

ছিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়:

- ১ যৌনাঙ্গে সহবাস করা। এ কারণে তাকে উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে ও কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হচ্ছে: একজন কৃতদাস মুক্ত করা, না পারলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখা, এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। কেউ যদি একাঙ্গেও সক্ষম না হয়, তবে তাকে কোন কিছুই করতে হবে না।
- ২ বীর্যপাত করা- চুষন বা স্পর্শ বা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে। তবে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।
- ৩ ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। তুলক্রমে পানাহারের রোযা ভঙ্গ হবে না।
- ৪ শিঙ্গা বা রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত বের করা। তবে পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত বের করলে বা জখম ও নাক থেকে অনিচ্ছাকৃত রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।
- ৫ ইচ্ছাকৃত বমি করা। রোযাদারের কন্ঠনালিতে যদি ধূলা ঢুকে পড়ে বা কুলি করতে গিয়ে ও নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত পানি গিলে ফেলে, অথবা চিন্তা করতে করতে বীর্যপাত হয়ে গেলে, অথবা স্বপ্নদোষ হলে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বের হলে বা বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না।

রাত আছে এই ধারণায় যদি খানা খেতে থাকে এবং পরে জানতে পারে যে, দিন হয়ে গেছে, তবে তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু ফজর হয়েছে কিনা এই সন্দেহ করে খেলে রোযা নষ্ট হবে না। আর সূর্য অস্ত গেছে এই সন্দেহ করে দিনের বেলায় খেয়ে ফেললে তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

রোযা ভঙ্গকারীদের বিধি-বিধানঃ

- বিনা ওযরে রামাযানের রোযা ভঙ্গ করা হারাম। যে নারীর খাতু (হায়েয) বা নেফাস হয়েছে তার রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে কোন মানুষের জান বাঁচানোর জন্য রোযা ভঙ্গ করার দরকার হলে ভঙ্গ করা ওয়াজিব। বৈধ কোন সফরে রোযা রাখা কষ্টকর হলে বা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রোযা ভঙ্গ করা সুন্নাত। দিনের বেলায় সফর শুরু করলে গৃহে থাকাবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। গর্ভবতী ও সন্তানকে দুগ্ধদায়ী নারী যদি রোযা রাখার কারণে নিজের স্বাস্থ্যের বা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। তবে এদেরকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী নারী শুধুমাত্র বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে এবং তা কাযা করার সাথে প্রতি দিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।
- অতি বৃদ্ধ ও সুস্থ হওয়ার আশা নাই এমন দুরারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোযা রাখতে অপারগ হলে, রোযা ভঙ্গ করে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না।
- ওযরের কারণে কোন মানুষ যদি কাযা রোযা আদায় করতে দেরী করে এমনকি পরবর্তী রামাযান এসে যায়, তবে তাকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করলেই চলবে। কিন্তু বিনা ওযরে দেরী করলে কাযা করার সাথে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। ওযরের কারণে কাযা আদায় করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করলে কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। কিন্তু কাযা আদায় না করার কোন ওযর ছিল না তবুও করেনি, এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। মৃতের নিকটাত্মীয়ের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, রামাযানের কাযা রোযা এবং মানতের রোযা- যা সে আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেছে- সেগুলো তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়া।
- যে ব্যক্তি ওযরের কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে, তারপর দিন শেষ হওয়ার আগেই ওযর দুরীভূত হয়ে গেছে, তখন সে দিনের বাকী অংশ ইমসাক করবে (খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে)। রামাযানের দিনের বেলায় যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে বা খাতুবতী নারী পবিত্র হয় বা রুগী সুস্থ হয়, বা মুসাফির ফেরত আসে বা বালক-বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা পাগল সুস্থ হয়, তবে তাদেরকে ঐ দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে- যদিও তারা দিনের বাকী অংশ খানা-পিনা থেকে বিরত থাকে।

নফল ছিয়ামঃ

সর্বোত্তম নফল ছিয়াম হচ্ছে একদিন রোযা রাখা একদিন না রাখা। তারপর প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বুহস্পতিবার রোযা রাখা। তারপর প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা। উত্তম হচ্ছে আইয়্যামে বীয তথা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। সুন্নাত হচ্ছে: মুহাররম ও শাবান মাসের অধিকাংশ দিন। আশুরা দিন। মুহাররমের ১০ তারিখ। আরাকাত দিবস ও শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখা। মাকরহ হচ্ছে শুধুমাত্র রজব মাসে রোযা রাখা, এককভাবে শুক্রবার ও শনিবার রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা (শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, তিরিশ তারিখকে সন্দেহের দিন বলা হয়)।

কখন রোযা রাখা হারামঃ

মোট পাঁচ দিন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন এবং আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। তবে তামাততু বা কেরণ হজ্জকারীর উপর যদি দম ওয়াজিব থাকে, তাহলে তার জন্য ঐ তিন দিন রোযা রাখা হারাম নয়।



- বড় নাপাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি এবং হয়েয ও নেফাস বিশিষ্ট নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, তবে তাদের জন্য সাহরী খাওয়া এবং রোযার নিয়ত করা জায়েয। তারা দেৱী করে ফজরের আযানের পর গোসল করলেও কোন দোষ নেই। তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে।
- রামাযান মাসে নারী যদি মুসলমানদের সাথে ইবাদতে শরীক থাকার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে খাতু বন্ধ করার ঔষধ ব্যবহার করে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা জায়েয আছে।
- রোযাদার যদি নিজের থুথু বা কফ মুখের ভিতরে থেকেই গিলে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে।
- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بَخِيرٌ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرَجُوا الشُّحُورَ)
"আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে এবং দেৱীতে (ফজরের পূর্ব মুহূর্তে) সাহরী খাবে।" (ইবনে মাজাহ, আহমাদ) তিনি আরো বলেন: (لَا يَزَالُ الذُّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ وَالنَّبِيَّاتِ وَالنَّبِيَّاتِ يُؤَخَّرُونَ)
"ধর্ম ততকাল বিজয়ী থাকবে মানুষ যতকাল দ্রুত ইফতার করবে, কেননা ইহুদী-খৃষ্টানরা দেৱী করে ইফতার করে।" (আবু দাউদ)
- ইফতারের সময় দু'আ করা মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন সে দু'আ করলে তার দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (ইবনে মাজাহ) ইফতারের সময় এই দু'আ বলা সুন্নাতঃ (نَحْمَبُ الطَّمَاءَ وَنُثَبِّتُ الْعُدُوْقَ وَنَبِّتُ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)
অর্থ: পিপাসা দূরীভূত হয়েছে শিরা-উপশিরা তরতাজা হয়েছে। আল্লাহ চাহতে ছাওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।" (আবু দাউদ)
- ইফতারের সময় সুন্নাত হচ্ছে: কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, না পেলে সাধারণ খেজুর দিয়ে, না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে।
- মতভেদ থেকে দূরে থাকার জন্য রোযাদারের চোখে সুরমা এবং নাকে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই ভাল। তবে চিকিৎসার জন্য হলে কোন অসুবিধা নেই- যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভব করে, তবুও কোন অসুবিধা নেই- তার ছিয়াম বিশুদ্ধ।
- বিশুদ্ধ মতে রোযাদার সবসময় মেসওয়াক করতে পারে। এটা মাকরাহ নয়।
- রোযাদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, গীবত, চুগলখোৱী, মিথ্যা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা। কেউ তাকে গালিগালাজ করলে বলবে: 'আমি রোযাদার'। জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে সংযত করার মাধ্যমে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা হয়।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:
(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِيَّ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)
"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কর্ম পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন দরকার নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)
- ছিয়াম আদায়কারী কোন মানুষকে যদি খাদ্যের দা'ওয়াত দেয়া হয়, তবে তার জন্য দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু রোযা না থাকলে দা'ওয়াত প্রদানকারীর খাদ্যে অংশ নিবে।



সতর্কতা:

সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম রাত হচ্ছে 'লাইলাতুল কদর'। রামাযানের শেষ দশকে এ রাত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২৭শে রাত। কদরের রাতের নেক আমল এক হাজার মাসের নেক আমলের চাইতেও উত্তম। কদরের রাতের কিছু আলামত আছে: সে রাতের প্রভাতে সূর্য সুপ্র হবে তার আলো তেজবিহীন হবে এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হবে। কোন মুসলমান 'লাইলাতুল কদর' পেতে পারে কিন্তু সে তা নাও জানতে পারে। এজন্য করণীয় হচ্ছে, রামাযানে বেশী বেশী নফল ইবাদত করার প্রতি সচেত্ব থাকাক- বিশেষ করে শেষ দশকে। রামাযানের তারাবীহ যেন না ছুটে সে দিকে খেয়াল রাখবে। জামাতের সাথে তারাবীহ পড়লে ইমামের নামায শেষ হওয়ার আগে যেন মসজিদ ছেড়ে চলে না যায়। কেননা ইমাম যখন নামায শেষ করেন, তখন তার সাথে নামায শেষ করলে পূর্ণ রাত্রি কিয়ামুল্লাইল করার ছুঁয়াব পাওয়া যায়।

নফল ছিয়াম শুরু করলে পূর্ণ করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম ভঙ্গ করলে কোন দোষ নেই। এজন্য কাযাও করতে হবে না।

ইতেকাফ:

বিবেকবান একজন মুসলমানের আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করাকে ইতেকাফ বলে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে: ইতেকাফকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকবে। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে মসজিদ থেকে বের হবে না। যেমন: পানাহার, পেশাব-পায়খানা, ফরয গোসল ইত্যাদি। বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সবসময় ইতেকাফ করা সুন্নাত, তবে রামাযানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে শেষ দশকে। ইতেকাফের সর্বনিম্ন সময় হল, এক ঘন্টা, তবে একদিন একরাতের কম না হওয়া মুস্তাহাব। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন নারী যেন ইতেকাফ না করে। ইতেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও আনুগত্যের কাজে ব্যস্ত থাকা। সাধারণ বৈধ কাজ-কর্মে বেশী বেশী লিপ্ত না হওয়া উচিত এবং অপয়োজনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।



رقم الإيداع



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

